সুফল ভট্টাচার্য, মধুজা বন্দ্যোপাধ্যায়

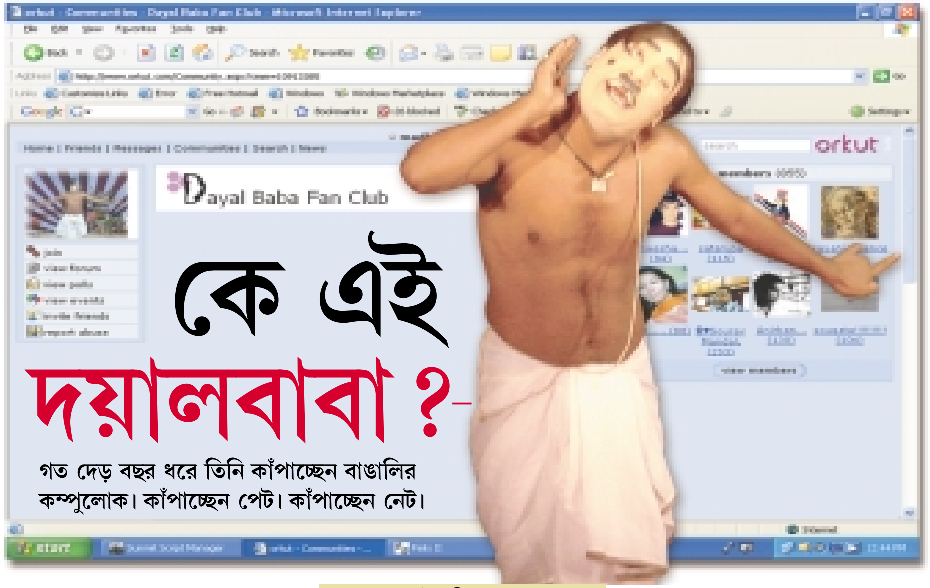

কে এই দয়ালবাবা?

গত দেড় বছর ধরে তিনি কাঁপাচ্ছেন বাঙালির কম্পুলোক। কাঁপাচ্ছেন পেট। কাঁপাচ্ছেন নেট।

■ **মধুজা বন্দ্যোপাধ্যায়**

বাপ রে বাপ রে বাপ রে বাপ রে বাবারে! এ তো কথাকলি নয় কিংবা ক্যাবারে। এ হল বাবার নাচ। বিন্দাস! খেটো ধুতি, মুখে চুন-চ্যাংড়া নৃত্যে খ্যাংড়া বাপ-ইনি হলেন নেট খোকাদের বাবার বাবা। একডাকে তিনি হলেন 'দয়াল বাবা'। গত দেড়বছর ধরে তিনি কম্পিউটারের পর্দা কাঁপাচ্ছেন। কাঁপাচ্ছেন পেট। কাঁপাচ্ছেন নেট। আর তাতেই খুলছে ফ্লাডগেট। গান বাজছে 'দয়াল বাবা কলা খাবা গাছ লাগাইয়া খাও', সঙ্গে বাবার আমোদনাট্যম- অরকুটের খড়কুটোয় আগুন লাগিয়ে দিয়েছে এই একটা নাচ। বিনোদনের এমন অপার আনন্দ কেউ দেখেনি। কম্পুলোকে দয়াল বাবাই এখন সকলের লয়াল বাবা। নিজের বাবার চেয়েও হয়তো বা বেশি প্রিয়।

ইউটিউব ডট কমে এই দামাল নৃত্য পোস্ট করা হয়েছিল ২০০৬ এর ৬ জুন। খেয়াল করে দেখলে তারিখটা দাঁড়াবে ছয় ছয় ছয়। নিন্দুকেরা বলে এই দিনটি নাকি শয়তানের জন্ম তারিখ। এহেন স্যাটান তিথিতে দয়াল বাবা ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। নিন্দুকের কথা না হয় তোলা থাক সিন্দুকে। মোদ্দা কথা হল আমামর বঙ্গ 'টেকনো'কে তুর্কি নাচন নাচিয়ে লিস্টিতে এক নম্বর দয়াল বাবা। জটায়ু এ হেন নাচ দেখলে নির্ঘাত বলতেন, "আপনাকে তো কাল্টিভেট করতে হচ্ছে মশাই"। তো আমরাও

তাঁরা কী বলেন

সায়ন রানু
গবেষক, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া

"এক রুমমেটের কাছে প্রথম দেখেছিলাম ওই ভিডিও। ফাটাফাটি লেগেছিল। তাই পোস্ট করেছিলাম ইন্টারনেটে"

সৌমিত্র ভট্টাচার্য
চ্যানেল এস, লন্ডন

"দয়ালবাবা লন্ডনে বাঙালিদের মধ্যে জনপ্রিয়। ভাবছি এক শোতে আদিত্যকে হোস্ট করে নিয়ে যাব"

মগজাস্ত্র খাটিয়েছি। অনেক খেটে খুঁজে বের করেছে দয়াল প্রতিভাকে।

দয়াল চরিত

কে এই দয়াল বাবা? খুঁজে বের করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। আঁতিপাতি করে নেট তল্লাশি করেও বের করা গেল না তাঁর নাম। তবে দু' একটা সূত্র পাওয়া গিয়েছিল। প্রথমে দ্বারস্থ হতে হয়েছিল 'ইউটিউব ডট কম'এর। এই সাইটে কয়েক কোটি মিউজিক ভিডিওর মধ্যে দয়াল বাবাও আছেন। মিউডিক ভিডিওটি পোস্ট করেছিলেন সায়ন রানু। নেট মহল্লায় কাউকে খুঁজে বের করতে 'গুগল'ই ভরসা। আর 'গুগুল'এর কল্যাণেই জানা গেল সায়ন ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ায় বায়ো-ইনফরমেটিক্স নিয়ে গবেষণা করছেন। সায়নের ওয়েব সাইট থেকেই পাওয়া গিয়েছিল তার ই-মেল। সায়নকে মেল করতে, সায়ন জানালেন ভিডিওটি তিনি রেকর্ড করেননি। সংগ্রহ করে পোস্ট করেছেন ইউটিউবে। বিস্তারিত জানতে পারা যাবে কৌস্তভের থেকে। কৌস্তভের ই-মেল আই ডি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সায়ন। ইতিমধ্যে নেট মহল্লার আর এক জমাট ঠেক 'অরকুট'এ 'দয়াল বাবা' দিয়ে সার্চ করতেই গোটা চারেক ফ্যান ক্লাব খুঁজে পাওয়া গেল। এমনই এক ক্লাবের সদস্য সংখ্যা এখন ৮৫৫। একজন অজানা, অচেনা নামগোত্রহীন ভদ্রলোকের প্রায় ন'শো ভক্ত দেখে অবাক বইকি। এই ন'শো ছুঁই-ছুঁই ভক্তকুলও ঠিক জানেন না দয়ালবাবা কে? তাই

তাঁকে নিয়ে রহস্যেরও শেষ নেই। তারই প্রচুর নমুনা পাওয়া গেল ফ্যান ক্লাবের ফোরামে। কেউ বলছেন দয়াল বাবা বাংলাদেশি। কেউ বা বলছেন তাঁর বাড়ি গড়িয়ার ধারেকাছে। আর অনুষ্ঠানটা নাকি হয়েছিল সোনারপুরের কাছে আতাবাগান, উজ্জ্বল সংঘের মাঠে। অতএব ঝটতি উজ্জ্বল সংঘে ফোন। ক্লাব সদস্যদের সঙ্গে কথাবার্তা শুনে বোঝা গেল সে ক্লাবে জীবনে ব্রতচারী বা রবীন্দ্রজয়ন্তী ছাড়া কোনও অনুষ্ঠানই হয়নি 'ধামাকা' সহযোগে। তাই অরকুটের ভরসায় বসে থাকলে সমস্যা যে জটিল তেকে জটিলতর হয়ে উঠবে – তা বেশ যথেষ্ট পরিমাণে বোঝা গেল। তবে বার বার ফোরাম তল্লাশি করে একটা নামই উঠে এল- - 'আদিত্য'। এই আদিত্যই নাকি 'দয়ালবাবা'। আরও জানা গেল "দয়াল বাবা, কলা খাবা, গাছ লাগাইয়া খাও" গানটি গেয়েছেন বাংলাদেশের কমেডিয়ান কাজল। বাংলাদেশের চট্টগ্রামের মাইজভান্ডারি, ফটিকচারি গান-- "দয়াল বাবা ক্যাবলা কাবা আয়নার কারিগর, আয়না বসায়া দে মোর কলবের ভিতর" এর প্যারডি। গানটি লিখেছিলেন সৈয়দ মহিউদ্দিন। মাইজভান্ডারি তরিকা সুফি সাধনার এক অঙ্গ। এই ধারার প্রবক্তা বাবাজান ক্যাবলা মাইজভান্ডারি আর তার মামা হজরত সাহেব ক্যাবলার উদ্দেশে লেখা এই গানটি জনপ্রিয় করেছিলেন আজম খান। পরবর্তী কালে গানটিকে রিমিক্স করেছিলেন হাবিব। আর ওই গানটির আদলেই কাজল গেয়েছিলেন, "দয়াল বাবা, কলা খাবা গাছ লাগাইয়া খাও।" অরকুটের ফোরামে এক পোলের আয়োজন করা হয়েছিল সেখানে সদস্যদের জানতে চাওয়া হয়েছিল দয়াল বাবার কোন জিনিসটা তাদের সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে? নাচ? গান? নাকি গানের কথা? ৫৭ শতাংশের মতে এই সবকিছু নিয়েই দয়াল বাবা ফাটাফাটি। তবে দয়াল বাবার নাচই সব চেয়ে বেশি জনপ্রিয় একথা সবাই স্বীকার করছে এক কথায়। ইতিমধ্যে, সায়নের সূত্রে পাওয়া গিয়েছে কৌস্তভের ই-ঠিকানা। কৌস্তভই নাকি জানে আদিত্যর হাল হদিশ। ই-মেল করা মাত্রই উত্তর এল। কৌস্তভের থেকে পাওয়া গেল 'সুর সঙ্গম' অর্কেস্ট্রা র ডি অরুণের ফোন নম্বর। তার সঙ্গে নাকি আদিত্যর নিয়মিত যোগাযোগ হয়। অতএব ফোন করা হল ডি অরুণকে। অরুণবাবুর কল্যাণেই অবশেষে পাওয়া গেল আদিত্যর নম্বর। জানা গেল আদিত্য মধ্যমগ্রামের ছেলে। নিয়মিত নেচে থাকেন পাড়ার অনুষ্ঠানে। দয়াল বাবা ছাড়াও নচিকেতার 'মুখ্যু সুখ্যু মানুষ' আর খরাজের 'কী সুন্দর দেখতে'র সঙ্গেও তাঁকে নাচতে দেখা গিয়েছে।

দয়াল দর্শন

মুচি বাজারের এল আই জি কোয়ার্টর– শনিবার রাত নটা। পাড়া জমাতে হাজির হয়েছে বাংলা ব্যান্ড 'ভূমি'। আর তার পরই রয়েছে প্রতীক চৌধুরীর গান। মাঝে 'ফিলার আইটেম'এ শুনলাম নাচবেন আদিত্য। "তোমার দেখা নাই"- ভূমির তালে কেঁপে উঠছে পাড়ার আম জনতা। কিন্তু সে গান শেষ হতে হতেই পাড়া ফাঁকা। "যাই খেয়ে দেয়ে আসি। একটু বাদে আবার প্রতীক চৌধুরীর গানের সময় ফিরে আসব।" জানালেন হাউসিং-এর বাসিন্দা সোমা বৌদি। একই বক্তব্য প্রতিমা বৌদিরও। এক মুখ চুনকালি, খেঁটো ধুতি আর কাঁধে পৈতে- দেখে মনে হয় কখনও চ্যাপলিন কখনও কখনও বা 'পড়োসন'এর মেহমুদ। স্পিকারে বাজছে গ্রাম্য বাংলায় ভাঙা গলার গান। সে গানের পরতে পরতে আছে নিষিদ্ধ ইশারা। আর সেই যৌনতাই ক্রমে প্রকট হয়ে ওঠে নাচের ভঙ্গিতে। স্পিকারে গান শুরু হতেই স্টেজে হাজির হন ভদ্রলোক। তারপরই উন্মত্ত পেলভিক থ্রাস্ট। আর তার সঙ্গে মিশেছে ছৌ, মূকাভিনয় কখনও বা মাইকেল জ্যাকসনের মুনওয়াক। এই নাচই এখন কাঁপাচ্ছে বাঙালির নেট মহল্লা। কলকাতা থেকে ক্যালিফোর্নিয়া- নেটে ঘেঁটে খুঁজে পাওয়া যাবে দয়াল বাবার হাজার খানেক ভক্ত কূল। হালের খবর, নেটের দৌলতে দয়ালবাবা যাচ্ছেন লন্ডন। বাংলা চ্যানেল 'এস ব্যান্ড'এর এক পারিবারিক গেম শো টু-টু ট্যাঙ্গো হোস্ট করবেন বাপ্পি লাহিড়ি কণ্ঠী ডি অরুণ আর দয়ালবাবারূপী আদিত্য। চ্যানেল এস-এর কর্পোরেট কমিউনিকেশন অফিসার সৌমিত্র কথা প্রসঙ্গে জানালেন, "প্রথম এই নাচ দেখি ইন্টারনেটে। পরে আদিত্যর সঙ্গে যোগাযোগ করে ওকে দিয়ে আমাদের চ্যানেলের জন্য এক গেম শো 'উইন আ কার'-এর প্রোমো বানিয়েছিলাম। সেটি বিশাল হিট ছিল ওখানে।"

নেট তল্লাশি করে টেকনো বাঙালি এখন আঁতিপাতি করে খুঁজছে দয়াল বাবাকে! তবু এখনও তিনি ফিলার আইটেম। নাচ দেখান 'ভূমি'-প্রতীক চৌধুরীর গানের মাঝে, কখনও বা জিৎ-কোয়েলের ঝকমকে আইটেমের ফাঁক ফোকরে। শহুরে শিক্ষিত রুচিবোধ, যে বোধের তাড়নায় বাঙালির "বছরে তিরিশবার চিত্রাঙ্গদা আর শ্যামা শাপমোচনের অশ্রু মোচন" সেই বোধ থেকে এ নাচকে তারিফ করতে অনেকেরই একটু বাধো বাধো ঠেকে। 'শিক্ষিত-রুচিবান' মানুষদের নজরে পড়ে না তাঁর দিকে। তাই এখনও আদিত্যকে টালিগঞ্জ পাড়ায় বাংলা সিনেমার এক্সট্রার ভূমিকাতেই দেখা যায়। তবে যেখানে নিজের রুচিবোধ প্রমাণের দায় নেই সেখানেই গড়ে উঠেছে দয়াল বাবার ভক্তকুল। নিঃশব্দে লগ অন করলেই সেখানে ভেসে উঠবে সেই নাচ।

এই নাচ অশ্লীল, ইঙ্গিতবহ, নেই শহুরে রুচির চেকনাই। তবুও এই নাচেই লুকিয়ে আছে আমাদের অতীত। খেমটা, খেউড়, হাফ-আখড়াই বা সং– 'দয়াল বাবার' নাচ সেই ফেলে আসা দিনের বার্তা নিয়ে আসে আমাদের সামনে। হুড়মুড় করে বদলে যাচ্ছে আমাদের চারপাশ। রিমোট ঘোরালেই কোমর দুলিয়ে নেচে যাবেন শাকিরা, ইশারায় ডাকবেন অ্যাঞ্জেলিনা জোলি। আমোদ মানেই হাই প্রোফাইল হুল্লোড়। অথবা হাজার কাজের ফাঁকে খানিক চ্যাটিং অচেনা কোনও মুখহীন অস্তিত্বের সঙ্গে। সেই হাওয়াতে তাল মিলিয়েই বদলে যাচ্ছে পাড়ার জলসা, গান-বাজনা, সাজপোশাক। বিশ্বায়নের তকমা মারা বদলে যাওয়া চারপাশ ভুলে বাঙালি বাবুরা হয়তো বা এই নাচে ফিরে পান তাঁদের ফেলে আসা অতীতের এক ঝলক উনিশ শতকীয় আবহ। এইটুকু আটপৌরে বদল হয়তো চাইছেন জেন এক্সবাবুদের দল। কে বলতে পারে স্বয়ং রূপচাঁদ পক্ষীই হয়তো আজ দয়াল রূপে ডানা ঝাপটাচ্ছেন নব্যবাঙালির অফিস মনিটরে! ■

আদিত্যর নাচ অশ্লীল, ইঙ্গিতবহ

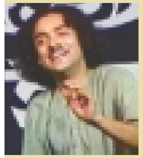
কুট্টি, নৃত্যশিল্পী, বুগি উগি চ্যাম্পিয়ন

হাওড়া লাইনের ট্রেনে যেতে যেতে প্রথম শুনেছিলাম দয়ালবাবার গান। দারুণ লেগেছিল। বছর কয়েক ধরেই আমি কৌতুক নৃত্যের একটা ধারা তৈরি করার চেষ্টা করছি। সেই ধারায় এই গানটা চমৎকার মানানসই। একদিন হঠাৎই দেখলাম আমার নাচের সিডির মধ্যে অন্য একজন দয়াল বাবার নাচটি নাচছে। সে নাচ আমার অত্যন্ত কুরুচিকর মনে হয়েছে। আমি নাচে 'কলা' মানে শিল্পকলাকে দেখাতে চেয়েছি, কিন্তু ওই নাচটিতে 'কলা' যথেষ্ট অশ্লীল ইঙ্গিতবহ। আদিত্যকে আমি চিনি। ব্রেক ডান্স শিখিয়েছি ওকে। শুধু দয়াল বাবাই নয়, আমার কম্পোজিশনের 'চন্দ্রবিন্দু'র 'বাথরুম' গানটি আদিত্য আজকাল অনেক জায়গাতেই করে। তবে অবশ্যই নিজের মতো করে। সে নাচও অশ্লীল। এই ভাবে কতদিন চালাবে জানি না। তবে এটা জানি আদিত্য আমার নাচ চুরি করলেও শিল্পকে চুরি করতে পারবে না। ও যদি অত ভাল নাচত তবে 'বুগ উগি' ট্রফি জিতল না কেন?

নাচ হিট হয়েছে তাই হিংসে

এই প্রথম নিজের চেহারায় হাজির হলেন দয়াল বাবা আদিত্য

প্রায় আট বছর আগের কথা। করিমপুরের দিকে এক আচারের দোকানে প্রথম শুনেছিলাম, 'দয়াল বাবা কলা খাবা, গাছ লাগাইয়া খাও। পরের কলার পানে কেন মিটমিটাইয়া চাও।' গানটা শুনেই মনে হয়েছিল এই গানে দারুণ কম্পোজিশান হবে। ততদিনে আমি হাজার খানেক স্টেজ শো করে ফেলেছি। এই রকমই মুখে সাদা রং লাগিয়ে নেচেও ফেলেছি বিভিন্ন গানের সঙ্গে। গানের মধ্যে যে লোকসংগীতের আদল ছিল, তার সঙ্গে মানানসই করতে খেঁটো ধুতি, কাঁধে পৈতে আর মুখে সাদা রং লাগিয়ে স্টেজে এসে হাজির হলাম। প্রায় ছ' বছর ধরে নাচছি এই কম্পোজিশান। এর মধ্যে কবে ইন্টারনেটে আমার নাচ ঢুকে পড়ল জানি না। এই মুহূর্তে ঠিক মনেও পড়ছে না ঠিক কোন অনুষ্ঠানের শুটিং ইন্টারনেটে দেখা যাচ্ছে।

লোকের মুখে শুনেছি, সারা পৃথিবী জুড়ে নাকি আমার প্রচুর ভক্ত আছে। ভাবতে ভাল লাগে। একদম রাস্তায় নেচে শুরু হয়েছিল আমার কেরিয়ার। পাড়ার ভাসানে নেচে প্রথম বাহবা পাই। প্রথম স্টেজ শো করি '৮২ সালে, মধ্যমগ্রাম চণ্ডীগড় অ্যাথলেটিক ক্লাবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। তারপর থেকে কত অনুষ্ঠান করেছি কোনও হিসেব নেই। এভাবেই একদিন সিনেমাতেও হিরোর পিছনে নাচের সুযোগও এসে গেল। প্রথম ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম 'পুরুষোত্তম' ছবিতে। পাশাপাশি পাড়ায় পাড়ায় নাচের অনুষ্ঠানও করেছি। কিন্তু কোনও দিন নিজের ঢাক নিজে পেটাইনি।

দয়ালবাবা হিট করার পরে অনেকেই আজকাল দাবি করেন নাচটি নাকি তাঁদেরই কম্পোজিশান। তাঁরা কেউ কিন্তু আমাকে চ্যালেঞ্জ জানাননি আজ অবধি। শুনেছি কুট্টি নাকি বলে বেড়ায় ওই প্রথম এই নাচ

নেচেছিল। আমি নাকি সেটা চুরি করেছি। কিন্তু কুট্টি যখন কুট্টি হয়নি তখন থেকে আমি ওই নাচ নাচছি। বিহার থেকে ও যখন কলকাতায় এল দিনের পর দিন আমার বাড়িতে ওকে রেখেছি। আজ তারাই আমার নামে বাজে কথা বলে! আসলে কুট্টি 'বুগি উগি চ্যাম্পিয়ন' হতে পারে কিন্তু আমার নাচ বেশি জনপ্রিয়। তাই এত কথা বলছে। এ সব কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি আমার একদম ভাল লাগে না। নিজের কাজটা ভাল করে করতে চাই। জানি একদিন তার কদর হবেই।